R. N. No. 2532/57
Phone No. RGG.112
Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

৫ সোনার দোকানে চুরি, শহর জুড়ে বিক্ষোভ, অবরোধ

বিশেষ সংবাদদাতা : একই রাতে শহরের প্রধান রাস্তার উপরে পাঁচ পাঁচটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় সোমবার রঘুনাথগঞ্জ শহর পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামেন। মিছিল স্লোগান প্রভৃতির মাধ্যমে কয়েকশো জনতা বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ সৃষ্টি করেন। এরফলে বাস ট্রাকসহ সমস্ত যান চলাচল অচল হয়ে পড়ে। বিকেল নাগাদ জঙ্গিপুরের এস ডি ও ত্রিলোচন সিং ও স্থানীয় পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয়ে যান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়। গত ১০ মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রঘুনাথগঞ্জে পুলিশী ব্যর্থতার বিরুদ্ধে এ রকম বিক্ষোভ সংগঠিত হল।

সোমবারের নাগরিক বিক্ষোভের কারণ আগের রাতে পাঁচটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। চোরেরা দরজা ভেঙ্গে দেওয়ালের মধ্যে শক্তভাবে বসানো সোনা ও চাঁদির গহনাভর্ত্তি লোহার ভারী ভারী সিন্দুকগুলি তুলে নিয়ে যায়। অনুমান করা হচ্ছে চুরি করা সিন্দুকগুলি লরিতে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুরির ঘটনা ধরা পড়ে ভোরবেলায়। চতুর্দিকে এই চুরির খবর ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন জমায়েত হতে থাকেন। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বিক্ষোভও। স্থানীয় থানা অফিসারদের আচরণ এই বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে শুরু হয় পথ অবরোধ। এই অবরোধের ফলে শহরের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। এস ডি পি ওর অবর্ত্তমানে শহরের পুলিশ বিভাগ এই ঘটনা মোকাবিলায় কার্যতঃ ঠুঁঠো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকেন। বেলা ৩টে নাগাদ এস ডি ও ত্রিলোচন সিং অরঙ্গাবাদ থেকে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সেরে ফিরে আসার পথে পথ অবরোধের মধ্যে পড়েন। জনতা তাঁর কাছে শহরের আইন শৃংখলা রক্ষায় পুলিশী ব্যর্থতার নজীর তুলে ধরে অভিযোগ করতে থাকেন। এইভাবে জনতা ও এস ডি ওর মধ্যে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে আলাপ আলোচনা চলার পর পুলিশের সি আই ও ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে এই চুরির কিনারা করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। জানা গেছে চুরি যাওয়া সিন্দুকগুলি ভাঙ্গা অবস্থায় বহরমপুর ও নদীয়ার দেবগ্রামের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছে পুলিশ। অবশ্য এর মধ্যেকার যাবতীয় গয়নাগাঁটিই লুট নিয়ে গেছে চোরেরা। এই সিন্দুকগুলিতে ঠিক কত টাকা মূল্যের গহনাদি ছিল তা জানা যাচ্ছে না। তবে আনুমানিক বেসরকারী হিসেবে চুরি যাওয়া গহনাগুলির মুল্য ৫০ হাজার টাকারও বেশী হবে। পুলিশকে অবশ্য সঠিক হিসেব দেওয়া হয়নি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে। এদিকে এই চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশী আচরণে স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনার দিন রাত্রে শহরের প্রধান রাস্তায় কোনো টহলদারী পুলিশবাহিনী রাখা হয়নি (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলার ৩ লোকসভা আসনের রাজনৈতিক চিত্র

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অষ্টম লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় শুরু হয়েছে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। জেলার ৩টি লোকসভা আসন ২১টি বিধানসভা নিয়ে গঠন করা হয়েছে। মুরশিদাবাদের ১৯টি ছাড়াও বর্ধমানের কেতুগ্রাম ও নদীয়ার করিমপুর বিধানসভাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বহরমপুর লোকসভার মধ্যে কান্দী, বড়ঞা, ভরতপুর, নওদা, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর এবং কেতুগ্রাম, মুরশিদাবাদ লোকসভার মধ্যে জলঙ্গী, ডোমকল, করিমপুর, হরিহরপাড়া, ভগবানগোলা, লালগোলা ও মুরশিদাবাদ এবং জঙ্গিপুর লোকসভার মধ্যে ফরাক্কা অরঙ্গাবাদ, সুতী সাগরদীঘি, জঙ্গিপুর, নবগ্রাম এবং খড়গ্রাম বিধানসভাগুলি রয়েছে। এই ২১টি বিধানসভার মধ্যে ফ্রন্টের দখলে ১৪টি (সি পি এম ৮, আর এস পি ৫, ফঃ ব্লক ১) এবং কংগ্রেস ইর দখলে রয়েছে ৭টি। গত লোকসভা নির্বাচনে জেলার ৩টি আসনই দখল করেছিল বামফ্রন্ট (সি পি এম ২ এবং আর এস পি ১)। গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে আসন্ন নির্বাচনের কিছুটা রাজনৈতিক চরিত্রের আভাষ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশন বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত দু সপ্তাহ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার রেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে। নির্বাচনের মুখে এ ধরনের ঘটনায় অনেকেই হতবাক। রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার মূলে খাদ্য দপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্ত্তা ও এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর গাফলতি দায়ী বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রেশনে চিনি বন্ধ হওয়ায় খোলা বাজারে চিনির দামও ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।

রিক্সোয় বেশী ভাড়া চাইলে কড়া ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহরের কোনো রিক্সোচালক জঙ্গিপুর পুরসভা নির্দ্দিষ্ট তালিকার চেয়ে বেশী ভাড়া আদায়ে জোর জুলুম করলে পুরসভা তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। প্রয়োজনে পুলিশী সাহায্য নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট রিক্সোর লাইসেন্স বাতিল করা হবে। পুর কমিশনার পরমেশ পাণ্ডে একথা জানিয়েছেন। এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মাইকযোগে শহরবাসীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। এর আগে পুরকর্তৃপক্ষ এই ঘোষণা করতে গেলে জঙ্গিপুর শহরে একদল রিক্সোচালক ঘোষণাকারীর উপর (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কং-ই বিচ্ছিন্ন শক্তির মদতদার—নৃপেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী কংগ্রেস-ই কে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রধান মদতদাতা বলে অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে, দেশের ঐক্য, সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও নষ্ট করেছে ওরা। ওদের হাতে পুনরায় দেশ শাসনের ভার দিলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। শ্রীচক্রবর্ত্তী বলেন, কংগ্রেস-ই বড়লোকের পার্টি। স্বাধীনতার পর তাই দেশে ৬টি পরিকল্পনা কাল (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২ টাকা কিলো চাল চায় গণঃ ফোরাম

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : কংগ্রেস-স, রিপাবলিকান পার্টি, মসলীম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের ঐক্য জোট গণতান্ত্রিক ফোরাম প্রত্যেক মানুষকে ২ টাকা কিলো দরে চাল সরবরাহের দাবী জানিয়েছেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর
২৫ হাজার টাকার দরখাস্ত ফরম (শেষ তাং ৭ জানুয়ারী)
রেলের চাকরি ফরম (শেষ তাং ২০ জানুয়ারী) এখানে পাবেন
যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ জালিয়াতি ॥

লিখিত কোন দলিলপত্র বা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ জাল করিয়া অন্যায়ভাবে ও বেআইনী উপায়ে স্ব-উদ্দেশ্য সিদ্ধ কেহ কেহ করিয়া থাকে এমন দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ইহাকে জালিয়াতি বলা হয়। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে উক্ত জালিয়াৎ বহাল তবিয়তে সগর্বে জীবন যাপন করে; আবার ভাগ্যদেবতার কটাক্ষপাতে সময় সময় জালিয়াৎ ধরা পড়ে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। বস্তুত এই যে পাপাচার এবং তাহার ফল ভোগ, তাহা আমাদের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে না। আমরা সুযোগ পাইলেই পাপাচারে প্রলুব্ধ হই। মানুষ দেখিয়াও এবং ঠেকিয়াও শিখে না। জালিয়াতির যে কারবার চলে, তাহা বয়সের কোনও ধার ধারে না, কি বড়, কি ছোট—প্রত্যেকেই এই দোষে দুষ্ট।

সংবাদে প্রকাশ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের কতিপয় ছাত্র মার্কসীট জালিয়াতি করিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া কলেজ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে। পুলিশ এই বহিস্কৃত ছাত্রদের গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অপরাধী ছাত্রেরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কসীট জাল করিয়া এই কলেজের জীববিজ্ঞান শাখায় প্রথম বর্ষ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এই সম্পর্কে হায়ার সেকেণ্ডারী কাউন্সিল গত অক্টোবর মাসে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিলে বিষয়টি জানাজানি হইয়া যায়। তাহার জন্য কলেজ গভর্নিং বডি সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ভর্তি বাতিল করিয়া তাহাদিগকে কলেজ হইতে বহিস্কার করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগক্রমেই পুলিশ তাহাদের ধরিয়াছে। অতঃপর আইন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি চলিবে।

উল্লেখিত জালিয়াতি অধ্যয়নের জন্য। অবশ্য অপরাধ অনস্বীকার্য। কিন্তু উপার্জনের জন্য এই ক্রিয়াকলাপও ও বিরল নহে। এই জেলার কোন এক কলেজের অধ্যক্ষ একই জালিয়াতির কাজ চালাইয়া বেশ কিছুদিন স্বপদে অধিষ্টিত ছিলেন। পরে তাঁহার অপকর্ম প্রকাশ পাইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় পরিণত বয়স্ক বুদ্ধিজীবী মানুষ, পার্থিব জটিল-কুটিলতা তাঁহার মধ্যে পুরামাত্রায় ছিল। কিন্তু তরুণ-বয়স্কদের এমন স্বার্থবুদ্ধি, অনুদারতা ও পাপাচারস্পৃহা থাকিবার ত কথা নয়। ছাত্রেরা রুচিতে প্রবৃত্তিতে চরিত্রে নির্মল হইবে—ইহাই আশা করা যায়। যাহা হউক, শিক্ষার মত পবিত্র ক্ষেত্রে ও কর্মে এই পাপের অনুপ্রবেশ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে।

নির্ব্বাচনী ভাবনা-৩

(অষ্টম লোকসভা নির্বাচন)

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হ'য়েছে ২৪ ডিসেম্বর। সময়ের অভাবের ফলে কোন দলই প্রচারের জন্য খুব বেশী সুযোগ পাবে না। জনগণকেও ঠিক সেই কারণেই ত্বরিত গতিতে নির্দ্ধারণ করতে হবে নিজেদের প্রার্থীর মনোনয়ন, মনের ভাবনা চিন্তাগুলোকে দ্রুতগতিতে পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়ে। এ বিষয়ে যে ভাবনা চিন্তাগুলো স্বভাবতই বিচার্য হয়ে দেখা দেবে সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো স্বাধীনোত্তর সাঁইত্রিশ বছরেও কেন দেশ থেকে বেকারত্ব দারিদ্র দূরীভূত হলো না। শিল্পে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও কেন এদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ স্বয়ম্ভরতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করলো অসম্মানিক সর্ত্তে ও চড়া সুদে। অর্থাৎ নির্বাচনের পটভূমিকায় বিগত সাঁইত্রিশ বছরের ইতিহাসের কার্য্যকারণানুসন্ধানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হতে মধ্যে মাত্র দেড় দুবছর ব্যতীত বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের শাসনভার কংগ্রেস দলের হাতেই রয়েছে। অবশ্য পূর্বতন কংগ্রেস দল অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে আজ কংগ্রেস (ই) নামেই পরিচিত। স্বাধীনতার প্রথম দশকেই তৎকালীন শাসন পরিচালনায়রত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় অর্থনীতির সবল বুনিয়াদ গঠনে সরকারী পরিচালনাধীন শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজির পাশাপাশি সরকারী পরিচালনাধীন বিভিন্ন সংস্থার পত্তন হলো। গড়ে উঠলো ইস্পাত সিমেন্ট প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা এবং হেভি ইন্জিনিয়ারিং কারখানা। কয়লা শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ হলো। হলো ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। সেইসব শিল্প সংস্থায় উৎপাদিত সামগ্রীও প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সমর্থ হলো। কিন্তু তথাপি সরকারী মালিকানাধীন সংস্থা লাভের মুখ দর্শনে ব্যর্থ হলো। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সরকারী মালিকানা পিছু হঠতে বাধ্য হওয়ায় লোকসানের মাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে দিনদিন। এদিকে বৈদেশিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে মূল্য হ্রাস করে ভরতুকি দিতে হওয়ায় লোকসানের পরিমাণ আরো বাড়ছে। অন্যদিকে নীতি নির্দ্ধারণের বিভিন্ন ত্রুটির ফলে উৎপন্ন দ্রব্য অতি সুকৌশলে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কুক্ষীগত হয়ে বাজারে ঐসব দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। বাড়ছে কালোবাজারী এবং সে কারণেই স্বভাবতঃই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সরকারী কর্তাব্যক্তিরা কিন্তু সুষ্টু চিন্তার মাধ্যমে এই অবস্থার প্রতিকার করতে সচেষ্ট না হয়ে ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে শিল্পে কারখানায় বেতন সংকোচন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সরকার এই অবস্থার প্রতিকারে জবরদস্ত দমননীতির আশ্রয় নিয়ে এসমা, নাসা প্রভৃতি আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধিই করেছেন কার্য্যত।

বহু ঢক্কানিনাদিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ যা বর্ত্তমান সরকারের জনহিতকর কর্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম বলে ঘোষিত, সেই নীতির মধ্যে বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে জাতীয়করণে সাধারণ মানুষের যতখানি উপকার করার সম্ভাবনা ছিল তা ফলপ্রসূ হয়নি, বরং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ একচেটিয়া পুঁজির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার গতি রুদ্ধ করে সরকারী অর্থে আত্মরক্ষার সহজ সুযোগ এনে দিয়েছে। যে সময়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতিলোভ ও মুনাফা অর্জনের আকাঙ্খা তাদের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কগুলিকে মুমূর্ষু অবস্থায় এনে ফেলেছিল, ঠিক সেই সময়েই সরকার জাতীয়করণ করে রুগ্ন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সজীব করার সুযোগ করে দিলেন। কেননা জাতীয়করণ করা হলো ঠিকই কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীকে বিতাড়িত করা হলো না। তাদিকে বহাল রাখা হলো। ফলে সেইসব পুঁজির রক্ষকরা ব্যাঙ্ক ঋণের মারফত স্ব স্ব নামে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থে গড়ে তোলার সুযোগ নিলেন। ব্যাঙ্ক মারফৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প যত না ঋণের সুযোগ পেয়েছে ও পাচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী সুযোগ পাচ্ছে বৃহৎ শিল্পের মালিকেরা। ফলশ্রুতি ধনীরা আরোও ধনী হচ্ছেন আর দরিদ্র শ্রেণী যে তিমিরে সেই তিমিরে। তবে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি সংস্থা যে গড়ে না উঠছে তা নয়। কিন্তু যা গড়ে উঠছে তা তুলনামূলক ভাবে কিছুই নয়। তবুও সাধারণকে বোকা বানিয়ে বোঝানো হচ্ছে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ায় সাধারণ মানুষ দারুণভাবে উপকৃত।

এইসব বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির ও পরিকল্পনার ত্রুটির ফলেই ছয়টি পরিকল্পনার শেষেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাধারণ মানুষের অধিকাংশ দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, কর্মের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে বেকারী বাড়াচ্ছে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের দৈন্য, দুর্দশা। মানুষ আজ খুঁজছে মুক্তির পথ। খুঁজছে শোষণ মুক্তির দিক দর্শন। মানুষের অনুসন্ধানমুখী এই দৃষ্টিকে অন্য পথে ফিরিয়ে দিতে পুঁজিপতি শ্রেণী সাধারণের মধ্যে গড়ে তুলছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মের, জাতপাতের বিভেদ পন্থার প্রচার। আজ নির্বাচনের এই ক্ষণে জনসাধারণকে আত্ম বিশ্লেষণ করতে হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে তার অবস্থান। বুঝতে হবে সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী অবস্থিত। এক শোষক আর এক শোষিত। শোষকের বা শোষিতের কোন জাতি নেই, ধর্ম নেই। প্রতিটি নাগরিককে অর্জন করতে হবে সে শক্তি যে শক্তি তাকেই বুঝতে সাহায্য করবে তার শ্রেণী চরিত্র, শত্রু মিত্র ভেদাভেদ। সেই সচেতন মানসিকতায় উপলব্ধি সহজতর হবে কাকে নির্বাচন করবে তার শাসক হিসাবে। এক্ষেত্রে সামান্যতম মোহ, করুণাবোধ, বা দুর্বলতাকে পরিহার করে স্বাধিকার প্রয়োগে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে আত্মসচেতনতা সে কারণেই আশু প্রয়োজন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

দালান বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর বাবুবাজারে দুখানি ঘর বারান্দা ও মোট ৫২ শতক জায়গাসহ বিক্রয় হইবে। স্থানীয় অধিবাসী পরিমল ধর বা নিতাই বড়ালের সহিত দেখা করে বাড়ী দেখিয়া মূল্যসহ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অনিলকৃষ্ণ বড়াল
বর্ধমান রোড
পোঃ কাটোয়া, জেলা বর্ধমান

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

বাড়ি বিক্রয়

বাবুবাজার বারুইপাড়ার অন্তর্গত ওয়ার্ড ৩ হোল্ডিং নং ৭৬৫/৯৩০ বাড়িটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

কুমারী কস্তুরী সাহা
(বারুইপাড়া) বাবুবাজার, জঙ্গিপুর

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

শুভ বিবাহের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
বিপুল সমাবেশ
পণ্ডিত প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ১১২

"দেশের সেবা করবার জন্য যদি আমার মৃত্যুও ঘটে তবে তার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করবো। আমি নিশ্চিত যে আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করবে এবং তাকে সুদৃঢ় ও উন্নত করে তুলবে।"

৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৪ — শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

৮৪/১৭৫

শহর জুড়ে বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছেন। খবর মিলেছে ওইরাতে ফুলতলা মোড়ে পুলিশ ডিউটিতে ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তাদের সামনে দিয়ে সরিতে করে চোরেরা চুরির মালপত্র নিয়ে গেল কি করে? খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসতেও সোমবার বেলা ৯টা গড়িয়ে যায়। অথচ ঘটনাস্থল থেকে থানার দুরত্ব আড়াইশো গজের বেশী নয়। সোমবার সকালেই পুলিশ বহরমপুরে পরিত্যক্ত সিন্দুকগুলি পড়ে রয়েছে খবর পেয়েও সেখানে ছুটে যাননি সন্ধ্যা পর্যন্ত। অহেতুক এই বিলম্বকে অনেকেই রহস্যময় বলে মনে করছেন। বিক্ষুব্ধ জনতা সেদিন পথ অবরোধ সরিয়ে পুলিশের গাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিতে সম্মত হলেও পুলিশ তাতে রাজী হয়নি। পুলিশ 'পথ অবরোধ পুরোপুরি তুলে নিতে হবে' এই যুক্তি দেখিয়ে প্রাপ্ত সিন্দুকগুলি আনতে বিলম্ব করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর আগে সন্ধ্যের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২৩ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। পুলিশ তার কোনো কিনারা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যবসায়ীরা এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে একটি স্মারকলিপি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ১৩ ডিসেম্বর এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে রঘুনাথগঞ্জে এলে ঐ স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

২ টাকা কিলো চাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই সঙ্গে তারা ধর্মীয় স্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষা, আইন শৃংখলার অবনতি রোধ করার দাবীও রেখেছেন। এক প্রেস বিবৃতিতে তারা আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের ১৫টি কেন্দ্রে ফোরামের সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দিতে জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন। মুরশিদাবাদ জেলার ৩ কেন্দ্রে এই ফোরামের প্রার্থী হলেন ডাঃ এ বি জালালুদ্দিন আহমেদ (বহ) সইমুদ্দিন সরকার (মুর্শি) এবং জিয়াউর রহমান মোল্লা (জঙ্গি)। এরা ৩ জনেই মুসলীম লীগের দলীয় প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়ছেন। ফোরামের পক্ষ থেকে জিয়াউর মোল্লা এক বিবৃতিতে সোমবার রাতে রঘুনাথগঞ্জে গুটিকয় সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় পুলিশী নিষ্ক্রীয়তার অভিযোগ এনেছেন।

বিচ্ছিন্ন শক্তির মদতদার

(১ম পৃষ্ঠার পর) অতিক্রান্ত হলেও গরীব মানুষ তার সুফল পায়নি। তিনি বলেন, সি পি এম চায় ঐক্য ও সংহতি চায় রাজ্যের সুষম বিকাশ। ৭ ডিসেম্বর, ফরাক্কার ওই জনসভায় নৃপেনবাবু বামফ্রন্ট প্রার্থী জয়নাল আবেদীনকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যাবে। পাঠকদের সুবিধার্থে কেন্দ্রওয়ারি এই ফলাফল তুলে দেওয়া হল:

কেন্দ্র	জয়ী	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী	ব্যবধান
লোকসভা '৮০			
বহরমপুর	আর এস পি	কং-ই	৯২,২৬৯
মুর্শিদাবাদ	সি পি এম	কংই	৬৮,৭৫৫
জঙ্গিপুর	ঐ	ঐ	৭২,৮৮৬
বিধানসভা:			
কেতুগ্রাম	সি পি এম	কং-ই	১০,০০০
করিমপুর	ঐ	ঐ	৮,১৭৪
বহরমপুর	আর এস পি	ঐ	৪,১৬০
বড়ঞা	ঐ	ঐ	২,৮২৫
ভরতপুর	ঐ	ঐ	৩,৫৯৪
কান্দী	কং-ই	আর এস পি	১২,৩৫৩
বেলডাঙ্গা	ঐ	ঐ	১৬,৯৩৫
হরিহরপাড়া	ঐ	সি পি এম	৫,০৭২
লালগোলা	ঐ	ঐ	১১,১০০
ভগবানগোলা	ঐ	সোঃ পার্টি (বামফ্রন্ট)	৯৯৬
নওদা	আর এস পি	কং-ই	৮,৩৭২
মুর্শিদাবাদ	ফঃ ব্লক	ঐ	১২,০৯৪
ডোমকল	সি পি এম	মুঃ লীগ	১০,০৭২
জলঙ্গি	ঐ	কং ই	৬,২০৯
ফরাক্কা	ঐ	গণফ্রন্ট	১৩,২৬৮

(এই কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত মুঃ লীগের সঙ্গে সি পি এমের ব্যবধান ছিল ১৯,৩৫০)

অরঙ্গাবাদ	কং-ই	সি পি এম	২,৩৩৩
জঙ্গিপুর	ঐ	নির্দল	৯,৫৮০

(পরোক্ষভাবে সি পি এম এই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থীকেই সমর্থন করে)

সুতী	আর এস পি	কং ই	৮,০৩৫
সাগরদীঘি	সি পি এম	ঐ	৪৪৯
নবগ্রাম	ঐ	ঐ	৬,৫৭৪
খড়গ্রাম	ঐ	ঐ	৩,৭৯৫

বেশী ভাড়া চাইলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হামলার চেষ্টা করে এবং মাইক ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা হয়। রিক্সোচালকদের এই সীমাহীন স্পর্ধায় পুর কর্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এর আগে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় রিক্সোচালকদের জুলুমবাজী সম্পর্কে বিস্তারিত খবর বেরোয়। পরমেশবাবু এরপর আমাদের পত্রিকা দপ্তরে আসেন এবং পুরসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে শ্রীপাণ্ডের অনুরোধ কাউকে পুর হারের চেয়ে বেশী ভাড়া দেবেন না। এ নিয়ে কেউ জুলুম করলে পুরসভাকে সঙ্গে সঙ্গে রিক্সোর নম্বরসহ জানাতে বলা হয়েছে। পুরসভা নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার হার শহরের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ৬০ পয়সা, জঙ্গিপুর ষ্টেশন ৮০ পয়সা প্রভৃতি। এ নিয়ে জুলুমের খবর পত্রিকা দপ্তরে জানালেও আমরা তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন: রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।